অতিরিক্ত ঠান্ডায় বোরো ধানের বীজতলার পরিচর্যা

* নিম্ন তাপমাত্রা চলাকালীন বোরো ধানের বীজতলা প্রতিদিন সকালে একবার পরিদর্শন করতে হবে।
* অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে বিকাল ৩টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে পলিথিন যেন চারার পাতাকে স্পর্শ না করে।
* প্রতিদিন সকালে চারার উপর জমাকৃত শিশির ঝড়িয়ে দিতে হবে এবং এতে চারা ভালোভাবে বেড়ে উঠবে।
* তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বীজতলায় রাতের বেলায় পর্যাপ্ত পানি ধরে রাখতে হবে যাতে চারাগাছ অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে রক্ষা পায়। পরদিন সকালে আবার পানি বের করে দিয়ে নতুন করে পানি দিতে হবে। রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত এভাবে পর্যায়ক্রমে পানি ধরে রাখতে হবে।
* রোপনের পূর্বে চারাগাছ ৪-৫ দিন পলিথিন সরিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।
* অতিরিক্ত ঠান্ডার সময়ে চারা রোপন না করাই উত্তম এবং রোপনের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪০ দিনের চারা ব্যবহার করত হবে। এ বয়সের চারা রোপন করলে শীতেও চারার মৃত্যু হার কমে, চারা সতেজ থাকে ও ফলন বেশি হবে।
* নিম্ন তাপমাত্রা চলাকালীন চারার বৃদ্ধি যাতে ব্যহত না হয় এইজন্য বীজ তলার জমিতে প্রতি শতাংশে ২০ কেজি জৈব সার, ২৮০ গ্রাম এমওপি, টিএসপি ও ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
* অতিরিক্ত ঠান্ডায় চারা গাছ হলুদ হয়ে গেলে শতাংশ প্রতি অতিরিক্ত ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
* এ অবস্থায় যদি গাছ সবুজ না হয় তবে প্রতি শতাংশে ৪০০ গ্রাম জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
* বীজতলা কোনোভাবেই শুকানো যাবে না। বীজতলায় সবসময় ৩-৫ সে.মি. পানি ধরে রাখতে হবে।
* চারা অবস্থায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ হলে পোকা দমনে বীজতলায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে অথবা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা মিপসিন/সপসিন ৭৫ এসপি অথবা সেভিন ৮৫ এসপি গ্রুপের যেকোন একটি কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
* ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বীজতলায় চারা পোড়া রোগ (**seedling blight**) দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত চারা, শিকড় এবং চারার নিচের অংশ বাদামী রংয়ের হয়। অনেক সময় চারার গোড়ায় সাদা ছত্রাক দেখা যায়। আক্রান্ত চারার বৃদ্ধি কমে যায় এবং ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে পাতা শুকিয়ে চারাগুলো মারা যায়। বীজতলায় এ রোগ দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এমিস্টার টপ এজোক্সিস্ট্রবিন+ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপ) অথবা সেল্টিমা (পাইরাক্লোস্ট্রবিন গ্রুপ) নামক ছত্রাক নাশক অনুমোদিত মাত্রায় (৩মিলি/লিটার পানি) ভালভাবে স্প্রে করে চারা ও মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে এবং স্প্রের পানি না শুকানোর আগ পর্যন্ত বীজতলায় সেচ দেওয়া যাবে না। সাধারণত শুকনা মাটিতে এ রোগটি বেশী হয়, সেজন্য বীজতলায় পরিমাণমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রচারে ঃ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর।
প্রচারকাল ঃ জানুয়ারি ২০২৬, সংখ্যা ১৫০০০